দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 04 MAR 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ৭ম সমাবর্তন

সময়ের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ছাত্রছাত্রীদের মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করুন॥ রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ সোমবার দেশের জন্য দায়িত্ববোধের চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসার জন্য সরকারী ও বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, উচ্চ শিক্ষার সর্বোচ্চ কেন্দ্র হিসেবে সময়ের বর্ধিষ্ণু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ছাত্র-ছাত্রীদের মানসম্পন্ন ও সময়োপযোগী শিক্ষাদানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বিরাট ভূমিকা রয়েছে। রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির ৭ম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করছিলেন। খবর বাসসর।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সমাবর্তন বক্তা হিসেবে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

ইস্ট-ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য মুহাম্মদ শরীফ, পরিচালক পর্ষদের সভাপতি জামালউদ্দিন আহমেদ এবং কনভোকেশন মার্শাল সৈয়দ আখতার হোসেন ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ডিগ্রী প্রদান উপলক্ষে অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

রাষ্ট্রপতি বলেন, আমাদের মতো দেশগুলোতে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবসম্পদের উন্নয়ন সাধন ও সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা এবং এ সম্পদকে উত্তরোত্তর জ্ঞানভিত্তিক সমাজে পরিণত করা।

তিনি আরও বলেন, এই সমাজ যোগ্য ও কর্মমুখী, দায়িত্বশীল ও যৌক্তিক মানুষ তৈরি করবে যারা জাতি গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যাপকভাবে অবদান রাখবে।

তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা লাভ সম্পর্কে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে তথ্যপ্রযুক্তির (আইটি) উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করছি। আইটি বিপ্লবের বর্তমান যুগে আইটি সংশ্লিষ্ট জ্ঞান প্রত্যেকের টিকে থাকার জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

তিনি বলেন, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উত্থান ও তথ্যপ্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়ন আমাদের জন্য বিশেষ করে বাজার অর্থনীতি ও তথ্যপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে উচ্চ শিক্ষার দিগন্ত সম্প্রসারণ করেছে।

তিনি আরও বলেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে দেশের নীতি নির্ধারক, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নতুন পরিস্থিতিতে সৃষ্ট চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। শিক্ষা কর্মসূচীর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য এই মুহূর্তে এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা ও মনোনিবেশ পুনরায় জোরদার করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, তাই, বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মেলাতে প্রচলিত কলা ও বাণিজ্যের পাশাপাশি বিজ্ঞান ও আইটি শিক্ষার ওপর আমাদের আরও মনোযোগ দিতে হবে।